১৯১ ● দৈনিক বাংলা ●
তারিখ ... 29 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

আহত বালকের মৃত্যু ঃ আরও একজনের অবস্থা আশংকাজনক

ক্যাম্পাস থমথমে ঃ জানাজা শোক মিছিল ঃ হলে তল্লাশী

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

রবিবারের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং দু'জন তরুণের শোকাবহ মৃত্যুর ঘটনার পর গতকাল সারাদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল থমথমে। গতকাল দুপুর বারটা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যেই বিভিন্ন সংগঠন ক্যাম্পাসে মিছিল করে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

এদিকে রবিবারের সংঘর্ষে আহত আরও একজন গতকাল মৃত্যুবরণ করেছে।

গতকাল দুপুর বারটা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে কারফিউ বলবৎ করা সত্ত্বেও তা কার্যকর করার ব্যাপারে পুলিশকে তেমন উদ্যোগী দেখা যায়নি। কারফিউর সময়, ক্যাম্পাসে প্রচুর লোকজন চলাচল করতে দেখা গেছে। পুলিশ বাধা দেয়নি। তবে যানবাহন প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য কাউফিউর মধ্যেই ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। ক্যাম্পাসে পুলিশ-বিডিআর যথারীতি প্রহরায় ছিল।

আহত টোকাইর মৃত্যু

রবিবারের সংঘর্ষে আহত খোকন (৮) নামে এক টোকাই গতকাল ভোরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে। তার বুকে গুলি লেগেছিল। আহত হওয়ার পর খোকন একবার শুধু তার নাম বলতে পেরেছিল। তার আর কোন পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। খোকনের লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে রবিবারের সংঘর্ষে বুলেট-বিদ্ধ টোকাই খোকন (৮) গতকাল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়।

ক্যাম্পাস থমথমে ঃ জ

(প্রথম পৃঃ পর)

এদিকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত ছাত্রলীগ (শা-অ) নেতা মিজানের অবস্থা এখনও আশংকাজনক। মিজান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত অন্যান্যের অবস্থা উন্নতির দিকে।

জানাজা ঃ শোক মিছিল

নিহত ছাত্রদল নেতা মীর্জা গালিব ও লিটনের নামাজে জানাজা গতকাল বেলা আড়াইটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে বেলা দুইটায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে দু'জনের লাশ ডাকসু ভবনের সামনে আনা হয়। জানাজায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জানাজা শেষে দু'জনের লাশই নোয়াখালীর গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মীর্জা ও লিটন হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিকাল চারটায় ক্যাম্পাস থেকে একটি শোক মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্রদলের একটি শোক সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নেতা ফজলুল হক মিলন, নাজিমউদ্দিন আলম, ইলিয়াস আলী ও আলী আক্কাস নাদিম সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

মীর্জা ও লিটনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আজ সকাল দশটায় অপরাজেয় বাংলায় ছাত্র সমাবেশ করবে। এছাড়া আগামীকাল সারা দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ ও শোক মিছিল বের করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল দুপুরে নিহত ছাত্রদল নেতা মীর্জা ও লিটনের লাশ দেখার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান। প্রধানমন্ত্রীর আসার খবর পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একটি বড় মিছিল মেডিক্যাল কলেজে যায় এবং কলেজের শহীদ মিনারের কাছে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ী ঘেরাও করে। উত্তেজিত ছাত্রদল কর্মীরা মীর্জা ও লিটন হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করে। ছাত্রদল নেতাদের হস্তক্ষেপে কর্মীরা শান্ত হয়ে আসলে প্রধানমন্ত্রী গাড়ী থেকে বের হয়ে লাশ দেখতে যান।

ইটপাটকেল নিক্ষেপ ঃ ফাঁকা গুলি

দুপুর দুইটায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মিছিল জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে আসার সময় এই মিছিল থেকে জগন্নাথ হলের দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। জগন্নাথ হলের ভেতর থেকে পাল্টা দু রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

চারটি হলে তল্লাশী

অবৈধ অস্ত্র ও অস্ত্রধারীদের সন্ধানে পুলিশ গতকালও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি হলে তল্লাশী চালায়। সকাল দশটা থেকে এগারটা পর্যন্ত সলিমুল্লাহ হল, জগন্নাথ হল, জহুরুল হক হল ও মুহসীন হলে এই তল্লাশী অভিযান চালানো হয়। তবে তল্লাশী চালিয়ে কিছু পাওয়া যায়নি।

গতকাল দুপুর বারটার পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়। তবে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রিক্শা ছাড়া আর কোন যানবাহন প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।

সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

আজ থেকে আগামী ৩১শে অক্টো-

নাজা শোক মিছিল

বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সিন্ডিকেটের সভায় রবিবারের ছাত্র সংঘর্ষ ও তৎপরবর্তী ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর তিনদিন ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রাখার এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভায় রবিবারের সংঘর্ষে নিহতদের জন্য শোক এবং আহতদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীদের দল থেকে বহিষ্কারের জন্য বিবদমান ছাত্র সংগঠন দুটিসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের প্রতি আহবান জানানো হয়।

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের সমাবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'দুটি ছাত্র সংগঠনের লাগামহীন সন্ত্রাসের' প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল এবং পরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে। ছাত্রনেতা বেলাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন শফী আহমদ, সরদার রুহীন হোসেন প্রিন্স, রাগীব আহসান মুন্না, ফয়জুল হাকিম লাল, আবদুস সাত্তার খান, বিধান রায় ও আবু আসলাম মিন্টু।

নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসের জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগকে (শা-অ) দায়ী করে বলেন, এই দুটি ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসীদের দলভুক্ত করে ও আশ্রয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারের 'নগ্ন প্রতিযোগিতায়' লিপ্ত রয়েছে। এদের সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য ছাত্রসমাজের সংগ্রামী ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসীদের বর্জন করে ছাত্র আন্দোলনের সুষ্ঠ ধারাকে বেগবান করার আহবান জানান।